সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

রামগড় স্থলবন্দর

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

ক্রেডিট নং-৬০০২-বিডি

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) ২০.৪২ মিলিয়ন নিজস্ব অর্থায়ন এবং বিশ্বব্যাংক থেকে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋন গ্রহণের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প-১ (বিআরসিপি-১)' নামক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটির মূল তিনটি উপাদান রয়েছে যার প্রথম উপাদানটি হচ্ছে ভোমরা ও বেনাপোলের অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও স্থলবন্দর সুবিধার উন্নয়ন এবং রামগড় ও শেওলাতে নতুন স্থলবন্দর স্থাপন করা। এই সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন রামগড়ের নতুন স্থলবন্দরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানি (আইআইএফসি), শহীদুল কনসালটেন্ট এবং বিইটিএস (BETS) উক্ত সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত ছিল।

প্রস্তাবিত রামগড় স্থলবন্দরটি খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব সেতু সংলগ্ন ফেনী নদীর পাশের স্থাপন করা হবে। এটি খাগড়াছড়ি শহর থেকে ৪০ কিমি এবং চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ১২৫ কিমি দূরে অবস্থিত। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম শহর ফেনী নদীর ঠিক ওপারে অবস্থিত। রামগড়ে বর্তমানে কোনও স্থলবন্দর নেই এবং নতুন স্থল বন্দরটি ১০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সামাজিক মূল্যায়ন একটি মৌলিক উপাদান। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের আগে একটি বাছাই প্রক্রিয়া (screening process) সম্পন্ন করা হয় যা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রভাব মূল্যায়নের মানদণ্ডের অবস্থা বর্ণনা করে। এটি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (Resettlement Action Plan), সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Social Management Plan), লিঙ্গ কর্ম পরিকল্পনা (Gender Action Plan) এবং অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ার (Grievance Redress Mechanism) সমন্বয়ে গঠিত। রামগড়ের জন্য পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় একটি উপজাতি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা এবং প্রাথমিক আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে দুটি দলগত আলোচনা (এফজিডি) সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে, পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের শুমারি (census) এবং জমি, কাঠামো, ফসল ও গাছ ইত্যাদির ক্ষতি পরিমাণ সম্পর্কিত একটি তালিকা রয়েছে। এতে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় ও মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১৯০টি নমুনা পরিবারের বেসলাইন জরিপের তথ্যও রয়েছে।

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের বিঁধিমালা/নীতিমালাগুলো বিবেচনা করা হয়েছে। সরকারী বিঁধিমালা/নীতিমালার মধ্যে রয়েছে (১) জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধান এবং উপজাতি জনগণসহ দরিদ্র ও অরক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা; (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) বিধিমালা, ১৯৫৮ (২০১৮ সালে সংশোধিত); (৩) ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত ২০০% ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭; এবং সরকারের আরও কয়েকটি আইন ও নীতিমালা। অপরদিকে বিশ্বব্যাংকের বিঁধিমালা/নীতিমালাগুলোর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন (ওপি / বিপি ৪.১২) এবং উপজাতি/ নৃতাত্ত্বিক বিঁধিমালা/নীতিমালা (ওপি / বিপি ৪.১০) অনুসরণ করা হয়েছে।

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় রামগড়ে পর্যায়ক্রমে ২০২০ সালের ২০ ও ২৬শে মার্চ দুটি দলগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে যথাক্রমে ১১ ও ১৬ জন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। এছাড়া ২রা জানুয়ারী, ২০১৭ খাগড়াছড়ির ডিসি সম্মেলন কক্ষে এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ রামগড় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দুটি দফায় স্থানীয় আলচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অংশগ্রহনকারীরা সর্বসম্মতভাবে রামগড়ে নতুন স্থলবন্দর স্থাপন কার্যক্রম সমর্থন করেছিলেন। তবে তারা চেয়েছিলেন যে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা যেন জমি অধিগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পায়। তারা চেয়েছিলেন ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যাতে মিউটেশনের মাধ্যমে মালিকানাভুক্ত ভূমি মালিকদেরকে বিবেচনা করা না হয়। এর বাইরেও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে পর্যায়ক্রমিক বংশধর এবং সহ-অংশীদার, আবার কারও হাত দলিলের মতো অনিবন্ধিত স্থানীয় দলিল রয়েছে (যা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য তবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বৈধ নথিপত্র হিসাবে বিবেচিত হয়না), কিছু বন্ধকী এবং ইজারা ধারক কিন্তু জমি দখল করে আছে। এই জটিল বিষয়টি সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে যেখানে জেলা প্রসাশকের কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের আগে হেডম্যানের সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

প্রস্তাবিত স্থলবন্দরের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অত্যন্ত ইতিবাচক। প্রকল্পের ফলে প্রকল্প এলাকায় নগরায়ন ও পরিবহন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে আশা করা যায়। সীমান্ত বাণিজ্য, রফতানি, আমদানি এবং যাত্রী চলাচলের ফলে এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

প্রকল্পের একটি প্রধান সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব হল গ্রামবাসীদের কৃষিজমি হ্রাস পাবে। এছাড়া ধারণা করা হয়েছিল যে, নির্মাণকালে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (দুর্ঘটনা, আঘাত) এবং এইচআইভি/এইডস এর ঝুঁকি থাকতে পারে। পর্যাপ্ত সতর্কতা এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রকল্প অঞ্চলে সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য একটি সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ, নির্মাণ সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য অস্থায়ী জায়গা এবং শ্রমিকদের বিশ্রামাগার (ঠিকাদারের জন্য), আবাসিক কাঠামো উচ্ছেদ, গাছ কাটা এবং রোপনের আগে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি প্রদান ইত্যাদি। এর মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা (দুর্ঘটনা, আঘাত/জখম), রাস্তা সুরক্ষা, যানজট, মাদকাসক্তি, এইচআইভি/এইডস, মানব পাচার, নারীদের প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সংস্কৃতিক আধিপত্য/কর্তৃত্ব সম্পর্কিত ঝুঁকিও রয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক ও বাঙালি সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষ শান্তিপূর্ণভাবে ও রক্ষণশীল সমাজে বসবাস করে। প্রায় ২৭.৫৬% সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার বাঙালি সম্প্রদায়ের উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা গৃহস্থালির কাজ যা উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে ১৭.২৪%। যদিও উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের ৫১.৭২% উত্তরদাতা দিনমজুর, বাঙালি উত্তরদাতাদের ২২.৮৩% দিনমজুর। প্রায় ২২% বাঙালি ও ৭% উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের উত্তরদাতাদের মূল পেশা ব্যবসা কিন্তু প্রায় ১১% বাঙালি এবং ৭% উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের প্রধান পেশা কৃষিকাজ ।

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হার ৭১% যা বাঙালি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ৮০% কিন্তু পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হার ৮৬% যা বাঙালি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ৬৮%। এই তথ্যের অর্থ হল সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এর উত্তরদাতাদের তুলনায় পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার উত্তরদাতারা বেশি শিক্ষিত।

প্রকল্পটি কর্মসংস্থানে লিঙ্গ বৈষম্য অপসারণ, প্রকল্পের কার্যক্রমে নারী পুরুষের সমতা আনয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বিশেষত সিদ্ধান্ত গ্রহণে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা এবং জেন্ডার ফোকাসকে গুরুত্ব দিবে।

প্রকল্পটিতে একটি অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (Grievance Reddress Mechanism) রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব প্রশমিত করার জন্য ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে উত্থাপিত যেকোন সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, পরামর্শ গ্রহণ এবং অভিযোগ ও নালিশ নিষ্পত্তি করা, অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া সমস্যাগুলি/দ্বন্দ্বগুলি আপোষে ও দ্রুততার সাথে সমাধানে সহায়তা করা। স্থানীয়ভাবে এবং বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দফতরে আপিলের মাধ্যমে অভিযোগগুলি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় ও শীর্ষ পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি (Grievance Reddress Committee) গঠন করবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে বিশ্ব ব্যাংকের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ার (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service) এর সাহায্য নিতে পারবেন।